দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAY 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে বিভিন্ন কেন্দ্রে সংঘর্ষ, ভাংচুর সন্ত্রাস ॥ আড়াই হাজার বহিষ্কার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ব্যাপক ভাংচুর ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। সাতক্ষীরায় কালীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দোতলা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের ছয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের সুবিধা না পেয়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের সহযোগীরা পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কুমিল্লায় পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্র ফটোস্ট্যাট করার সময় শহরের মোগলটুলী এলাকা থেকে পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করে। কুষ্টিয়ায় কুমারখালী কলেজ কেন্দ্রে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নড়াইল লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে হল পরিদর্শিকা শামসুন্নাহারকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

লালমনিরহাট আলিমুদ্দিন ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলের সুযোগ না দেয়ায় বোর্ড প্রতিনিধিদের বিকাল চারটা পর্যন্ত আটক করে রাখা হয়। উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী ও তাদের সহযোগীরা হাতিবান্ধা থানায় ব্যাপক গাড়ি ভাংচুর ও সড়ক অবরোধ করে। খুলনা মহানগরীর বয়রা সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বহিষ্কৃত ও নকলের সুযোগ না পাওয়া ছাত্ররা ব্যাপক ভাংচুর চালায়। রাজশাহীর নওহাটা কেন্দ্রে বোর্ডের চেয়ারম্যান খন্দকার খলিলুর রহমান লাঞ্ছিত হয়েছেন। রাজশাহীর নওয়াপাড়ার হাম্মিদপুর উপকেন্দ্রে লাঞ্ছিত হয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট খলিলুর রহমান।

গতকাল ছিল ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা। জনকণ্ঠের সংবাদদাতাদের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপক নকল হয়েছে। যেখানে নকলকারীরা বাধা পেয়েছে

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

এইচএসসি

(প্রথম পাতার পর)

সেখানে সংঘর্ষ ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দেশের ৪৩টি জেলার প্রায় আড়াই হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের ছয়টি কেন্দ্রে ব্যাপক সংঘর্ষ, ভাংচুর ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। দু'জন থানা নির্বাহী অফিসারের গাড়িসহ ২০টি যানবাহন ভাংচুর করা হয়েছে। এসব ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৪০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ১১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

নকলের সুবিধা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষে বহিরাগতদের সাথে নিয়ে কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালায়। এসব কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে—বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজ, আনোয়ারা কলেজ, হাটহাজারি কলেজ, মিরসরাই কলেজ, নাজিরহাট কলেজ ও নোয়াপাড়া কলেজ। বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে পুলিশ ৩০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।

জেলা পুলিশ সুপার স্বীকার করেন যে, বাঁশখালীতে টিএনও ও ওসির গাড়ি এবং আনোয়ারায় টিএনও'র গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। বাঁশখালীর ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন আহত হয়েছেন। নোয়াপাড়া ও মিরসরাইয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে ১৫টি গাড়ি ভাংচুর করে। হাটহাজারি ও নাজিরহাটে ভাংচুর হয় পাঁচটি গাড়ি।

লালমনিরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, হাতিবান্ধা থানায় আলিমুদ্দিন ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। এতে কলেজ অধ্যক্ষ মীরু, সহকারী অধ্যাপক ইসহাক খান ও প্রভাষক নজরুল ইসলাম আহত হন। হামলাকারীরা বোর্ড প্রতিনিধিদের গাড়ি ভাংচুর করে ও বোর্ড প্রতিনিধিদের আটক করে রাখে। পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়।

খুলনা অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, খুলনা মহানগরীর বয়রা সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে বহিষ্কৃত ও নকলের সুযোগ না পাওয়া ছাত্ররা কলেজ ভবনে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। তারা জেলা পুলিশ সুপার ও ইমার্জেন্সি পুলিশ অফিসারের গাড়িসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করে।

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কালীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে সাইদুর নামে এক বহিষ্কৃত ছাত্র ম্যাজিস্ট্রেট রনজিত কুমারকে দোতলা থেকে ফেলে দেয়। পুলিশ সাইদুরকে গ্রেফতার করেছে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড জানায়, জামালপুর জেলার ইসলামপুর কলেজের ২শ' ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি। কারণ তাদের রেজিস্ট্রেশন ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।

অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছে রাজধানী সায়েদাবাদ আর কে চৌধুরী ডিগ্রী কলেজে। এ কলেজ কর্তৃপক্ষ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বাইরের কলেজের আট ছাত্রকে ফরম পূরণের সুযোগ দেয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবৈধপন্থা অবলম্বনের দায়ে এই আট ছাত্রকে প্রবেশপত্র দেয়নি।